দৈনিক সংবাদ

34

তারিখ 08 MAR 1990
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

৩৭

বিশ্ববিদ্যালয়ে নাইট শিফট চালু প্রয়োজন

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত মাধ্যমিক পর্যায়ের সরকারী স্কুলগুলোতে নাইট শিফট চালুর আদেশ সত্যিই প্রশংসনীয়। সরকার প্রাথমিক শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক করে দেশে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বের মানচিত্রে একটা দেশ, একটা জাতির আত্মপরিচয় ঘটে শিক্ষার মধ্য দিয়ে। মানুষ তার সুপ্ত বৃত্তিগুলোর উন্মেষ ঘটায় শিক্ষার মাধ্যমে। যে জাতি সকলের ঘরে শিক্ষার চেতনাকে পৌঁছে দেয়, ইতিহাসের কাছে সেই জাতি চিরদিনের জন্য অমর হয়ে থাকবে। বাংলাদেশ সরকার সেই চেতনাকে ফলপ্রসূ করার জন্য তার প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রেখেছেন। এই লক্ষ্যে আজ দেশের ২২টি পুরানো জেলা শহরের ৬২টি সরকারী বালক ও বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ডবল শিফট চালু করা হচ্ছে। এতে করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভর্তি সমস্যা কিছুটা লাঘব হবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল নগরীর বিভিন্ন সরকারী স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জটিলতা নিয়ে। সেই জটিলতাকে নিরসনের জন্য সরকার কর্তৃক ১৩টি নতুন সরকারী বিদ্যালয় স্থাপনে ভর্তি সমস্যা দ্রুত নিরসনে সহায়ক হবে। এ সমস্ত কর্মকাণ্ড একটি জাতির জন্য প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু দেশে আজ যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় চালু রয়েছে সেগুলোর দিকে দৃকপাত করলে দেখা যায় প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য উৎকন্ঠিত হয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির আসন সংখ্যা সীমিত থাকায় সিংহভাগ ছাত্র-ছাত্রীকেই উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনা পরিত্যাগ করতে হয়। এর পরে ভালো কলেজগুলোয় ভর্তি হতে হলে ঐ একই অবস্থা বিরাজমান। উপরন্তু সেখানে সেমিষ্টার শিক্ষা পদ্ধতি না থাকায় সেখানকার পরিস্থিতি আরও জরাজীর্ণ। দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পেরে শতকরা ১৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা বন্ধ করে দেয়ও এরপরে কলেজে ভর্তি হয়ে শিক্ষকের অভাব, শিক্ষার উপকরণ, আবাসিক সমস্যা আরো বিভিন্ন সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে শতকরা ১০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা থেকে ইস্তফা দেয়।

তাই মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আর্জি, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং ডবল শিফট চালু করে ভর্তি সমস্যা নিরসনে হতভাগা দুর্দশাগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিপন্ন জীবনকে বাঁচানোর জন্য আপনার সুদৃষ্টি কামনা করছি।-

সৈয়দ মোঃ ওসমান (জুয়েল),
ইংরেজী বিভাগ (প্রথম বর্ষ),
রোল নং ১৭২০,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
ঢাকা।